

## শান্তি, সুখ, আরামের গদি এবং কিছু মানুষের সন্তাসী হয়ে উঠার গল্প...

- বুঝতেসিনা বিষয়টা

প্রচন্ড মন খারাপ নিয়ে লিখতে বসেছি। কয়দিন থেকে মনের ভেতর দানা বাধা ক্ষোভ, অভিমান কিংবা কতক মানুষের প্রতি করুণার কিছু কথা উগরে দিতে ইচ্ছে করল। হঠাত করে মনে হলো কিছু মানুষকে হয়তো আর কোনদিন বলা হবে না সস্তা অর্থহীন দুনিয়ার কাছে অনন্ত সুখের জাম্বাত বিকিয়ে দেওয়ার ব্যবসাটা কত ঠুনকো। কালের বিবর্তনে অনেক কিছু পাল্টালেও কিছু মানুষ সবসময়ই ছিল যারা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কুফ্যারদের সমর্থন দিয়েছে নিজেদের একটা সুখী সমৃদ্ধ জীবনের লোভে। যারা নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে এসেছে গর্বভরে কিন্তু মুসলিমদের রক্ত, নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিম উম্মাহর আত্মনাদ কোনদিন এদের কর্নকুহরে প্রবেশ করেনি। মুসলিমদের হত্যা করা, বাড়ী ঘরে থেকে উচ্ছেদ করা, মুসলিম মেয়েদের ধর্ষন করা এসব যেন কুফ্যারদের অধিকার। এরা কুফ্যারদের কাছ থেকে পাওয়া মাসলাহার বিনিময়ে এদের আনুগত্য করাকেই দ্বীন হিসেবে গ্রহন করেছে। ওয়াল্লাহি এটাই তাদের দ্বীন। তাদের দ্বীন নাপাক জালিম কুফ্যার প্রভুদের সন্তুষ্ট করা। তাদের দ্বীন কুফ্যারদের বিপদে দুঃখ ভরাক্রান্ত হওয়া আর মুসলিমদের উপর চলা নির্বিচার গনহত্যাও নির্লিপ্ত থাকা। ওয়াল্লাহি এটাই তাদের দ্বীন। They live for the sake of disbelievers, they live for the sake of maslaha from kuffar, they live only for a happy happy yappy yappy life.

এসব মুসলিম সর্বদাই অবিশ্বাসীদের চোখে নিজের ভাবমূর্তির চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে। এটা নিয়ে তারা এতটাই আচ্ছন্ন থাকে যে এটাই তাদের ওয়ালা এবং বা'রা নির্ধারণের মাপকাঠি হয়ে যায়। ফলে তারা ঐসমস্ত মুসলিমদেরকে ভালবাসে যারা অবিশ্বাসীদের কাছে 'সুবোধ বালক' ভাবমূর্তি ফুটিয়া তুলে এবং ঐসমস্ত মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে যারা অবিশ্বাসীদের নিকট 'দুর্নাম' কামায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের একজন পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়না যতক্ষণ না সে আল্লাহর কারণে ভালবাসে, আল্লাহর জন্য অপছন্দ করে, আল্লাহর জন্য দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর জন্য দেয়া হতে বিরত থাকে।" কুফ্যারপ্রেমি এসব মুসলিমরা তাদের সাথী মুসলিমদের সাথে বড়ই আক্রমণাত্মক আর অসহনশীল তবে অবিশ্বাসীদের প্রতি খুবই সহনশীল ও দয়াবান। তারা মুসলিমদের সাথে চরমপন্থি আর অবিশ্বাসীদের সাথে মধ্যপন্থী।

যখনই মুসলিমদের দ্বারা অবিশ্বাসীদের স্বার্থ হুমকির সম্মুখিন হয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাই সর্বপ্রথম তাদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয় এবং তাদের সাথে প্রতারণা করে। এমনকি তারা মুসলিমদেরই বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করতে এবং কতৃপক্ষকে জানাতে পরামর্শ দিতে পারে। তাদের নিকট ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা, উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করা সন্তাস, কিন্তু তারা ফতওয়া শপ থেকে এমন ফতোয়া কিনে আনে যা তাকে অবিশ্বাসীদের সেনাবাহিনীতে যোগদানপূর্বক তাদের ভাইদের বিপক্ষেই যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আল্লাহ নয় বরং they are the muslim for the sake of kuffar। তারা যদি কোন মুসলিমের সাক্ষাত পায় জ্রুকুটি করে আর যদি কোন অবিশ্বাসীর দেখা পায়,

তাহার মুখমণ্ডল স্নাত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে যায়। বাস্তবেই এমন কিছু মুসলিম আছে যারা এতই "কুফ্যারদের জন্য মুসলিম" যে তারা ঐসমস্ত মুসলিমদেরও দেখতে পারেনা যারা কুফ্যারদেরকে কুফ্যার বলে ডাকে!

এক বাক্যে প্রকাশ করলে হয়, তারা পালন করবে ইসলাম কিন্তু তাদের অভিভাবক হবে কুফর!

আজ তাদের কাছে জিহাদের শত শত আয়াত আর হাদিসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে কুফ্যারদের কাছ থেকে পাওয়া মাসলাহা। উম্মাহর ইজ্জত, গিরাহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে দাওয়া আর কুফ্যারদের চোখে নিজের ক্লিন ইমেজ বজায় রাখা। যে কারণে নিজের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কিংবা নিজের ভাইদের কুফ্যারদের হাতে তুলে দেওয়াটাও এদের কাছে মাসলাহার অংশ। মাসলাহা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমরা পশ্চিমা মাসলাহা বিশারদ শেইখদের নিয়ে একটা কমিটি কেন গঠন করি না যেটা ইসলাম এবং মুসলিমদের কি করতে হবে আর কি করতে হবেনা, কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম তা নির্ধারণ করবে। কুরআন সুন্নাহর আর কি দরকার!!

ধরেও যদি নিই মুসলিমরা কোন ভুল করেছে কিন্তু মুসলিমদের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে এমন কোন উদাহরণ কি আছে যেখানে রাসুল (সঃ), কোন সাহাবি কিংবা কোন শেইখ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নেওয়াকে সমর্থন করেছেন? ভুল আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) করেননি? হারাম মাসে হামলা করায় সবাই যখন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তখন আল্লাহ কি বলেছিলেন আমরা কি কুরআনে পড়িনি?? আল্লাহ বলেছিলেন,

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দ্বিতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোষখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" [সূরা বাক্বারাহ ২১৭]

আল্লাহ বলেছেন সেটা অপরাধ ছিল কিন্তু তারচেয়েও বড় অপরাধ তো এই কাফের মুশরিকদের যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রকাশ্য শত্রু। এই কুফ্যারপ্রেমি মুসলিম নামধারীরা কি সিরাত খুলে এসব পড়ে দেখে না? দেখেনা রাসুল (সঃ) শত ভুল অপরাধ সত্ত্বেও মুসলিম ভাইদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?

তিনি কি নিরীহ(!) নাপাক মুশরিকদের হত্যার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে ত্যাগ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, কুফফারদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন? ওয়াল্লাহি what kind of deen ar you talking about today?

ভুল উসামা ইবন যাইদ (রাঃ) করেননি? একবার হারকায় শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শেষে এক মুশরিক ধরা পড়ল। সে জোরে জোরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে উঠলো কিন্তু তারপরও উসামা বিন যাইদ তাঁকে হত্যা করল। সেই মুশরিককে হত্যার কথা শুনে রাসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তাই বলে কি ইতিহাসে এমন কোন কিছু পাওয়া যায় যে, রাসূল (সঃ) এ ঘটনার পর উসামা ইবন যাইদকে পরিত্যাগ করেছিলেন কিংবা বয়কট?? কিংবা বাঁকা চোখে তাকানো?? কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য?

ভুল খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) করেননি? রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরী নবম সনে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) কে দাওয়াতী কাজে বনী জুজাইমা গোত্রে পাঠান। খালিদের দাওয়াতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তবে অজ্ঞাতবশত সঠিক ভাষায় তা ব্যক্ত না করায় খালিদ ভুল বোঝেন। তিনি আক্রমণের নির্দেশ দেন, ফলে এই গোত্রের বহু লোক হতাহত হয়। রাসূল (সা) তা শুনে খুব দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দুয়া করেন, ‘হে আল্লাহ! আমি খালিদের এই কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত’। তারপর হযরত আলীর (রা) মাধ্যমে তাদের সকল ক্ষতিপূরণ দান করেন, এমনকি কুকুরগুলোরও ক্ষতিপূরণ দেন। কিন্তু এম কিছু কি পাওয়া যায় রাসূল (সঃ) খালিদকে পরিত্যাগ করেছিলেন? আজকের দিনের কুফফারপ্রেমী নপুংসক মুসলিম নামধারীরা হলে প্রথমেই ইসলাম শান্তি ইসলাম শান্তি বলে ঠিকই তাঁকে উগ্রপন্থী, খারেজী ট্যাগ লাগিয়ে আর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিত। যেমনটা হয়ে আসছে আজকের মুজাহিদিনদের সাথে!

বর্তমানে যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আর চরমপন্থার অভিযোগ এনে তাদের দমনের কথা বলা হচ্ছে তারা কি সেই খারেজীদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যাদের সম্পর্কে রাসূল (স:) বলেছেন, “তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফেরদের ছেড়ে দেয়”? বরং এই কুফফারপ্রেমী মুসলিমগুলোই তো মুসলিমদের প্রতি কঠোর আর কাফেরদের প্রতি অনুগত, কোমল! আজ তাদের কাছে মাসলাহা হল কুফফারদের সুবিধার প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং কুফফারদের স্বার্থকে supreme priority দেওয়া। তাদের কাছে খারেজী আর সন্ত্রাসী হল সেসব মুজাহিদিনরা যারা পবিত্র মুসলিম ভূমিগুলোকে অপবিত্র করা নাপাক কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আজ আপনারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যে বোমা হামলা কিংবা পশ্চিমা দেশগুলোতে হামলাকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করছেন তা অবশ্যই ইসলামী ফিকাহর বাইরে কিছু নয়। এমন না যে কিছু মানুষ আকাশ থেকে কিছু নতুন ইসলাম এনে নিরীহ(!!) মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে। তাই কেউ এধরণের হামলাকে সমর্থন করুক আর না করুক এসব ফিকাহর বিষয় আক্ফিদার সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই কেউ কুফফারদের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনদের হামলাকে ফিকাহর দৃষ্টিতে যদি সমর্থন নাও করে তাহলেও এই বিষয়ে সে সর্বোচ্চ যেটা বলতে পারে তা হল, এটা একটা invalid ইজতিহাদ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাইড নেওয়াকে justify করে না। একজন মুসলিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমস্ত কাফেরদের হত্যা করেও যদি আসে still he is muslim এবং আমরা তার বিরুদ্ধে কুফফারদের সাইড

নিতে পারি না। একদল মুসলিম কাফেরদের উপর হামলা করল সেটা কতটুকু ঠিক হল না ভুল হল তা ফিকাহ কিংবা ইজতিহাদের বিষয়। কিন্তু সেসব কুফফারপ্রেমী মুসলিমদের মনে রাখা উচিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করা কিংবা কাফেরদের সমর্থন দেওয়া এটা কুফর আর ঈমানের প্রশ্ন যা একজন মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে পারে। আল্লাহ এবং তার রাসুল (সঃ) এর শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করাটাই মুনাফিকির supreme level. উমার (রাঃ) বদরি সাহাবি হাতিবকে এর চেয়েও অতি ছোট ব্যাপার নিয়ে মুনাফিক বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। আজকের কুফফারপ্রেমী দাঈ আর তাদের হাইব্রিড সমর্থকেরা নিশ্চয় বদরি সাহাবীর চেয়েও অতি উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত নয়!

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।" [সূরা মায়দাঃ ৫১-৫২]

কিন্তু আজকে মাসলাহাত আর কুফফারদের নাপাক ভূমিতে আরামের জীবন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে যে আজ সেই ইহুদি খ্রিস্টানদের পক্ষাবলম্বন করাটাই "wisdom of knowledge" এর বহিঃপ্রকাশ। আজ তারা কুরআনকে কুফফারদের জন্য সময়োপযোগী করে নিয়েছে। বিকৃত করেছে তাওহীদ, আল ওয়ালা ওয়াল বার। আর একটা বিশাল প্রজন্ম সেই কাঁচকলা খেয়ে বড় হচ্ছে আর শিখছে ইসলাম মানে কুফফারদের সুপ্রিম অথরিটি দিয়ে তাদের পা চেটে চেটে কোনমতে বেঁচে থাকা। পরাজিত, অধঃপতিত, লজ্জার সে জীবন। এ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

যখন কুফফারদের উপর মুসলিমরা কোন আক্রমণ চালায়, যখন উলউইচে কুফফার সেনা মারা যায়, যখন নিদাল হাসানরা আমেরিকান ঘাঁটিতে গুলি করে আমেরিকান কুকুরদের হত্যা করে কিংবা যখন কিছু মেয়েকে কিডন্যাপ করা হল আমরা দেখেছি কুফফারদের আগে আমাদের শান্তিকামী, আরামকামী, কুফফারপ্রেমী মুসলিমরাই নিন্দাবার্তা নিয়ে হাজির হয়। সবার আগে তারাই কান্না শুরু করে, কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু এই কুফফাররা যখন বছরের পর বছর ধরে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, চেকনিয়া, পাকিস্তান, ইয়েমেন, আরাকানে গণহত্যা চালায়, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে, আমাদের মা বোনের ধর্ষন করে তখন এদের নিন্দাবার্তা লেখার কলমে কালি থাকে না। বরং এসব সহ্য করতে না পেয়ে কিছু আল্লাহভীরু মুসলিম যখন কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে তাদের আরামের গদিতে আগুন ধরে আর শুরু করে সেসব মুজাহিদিনদের নিয়ে বিষাদাগার। পশ্চিমাদের জীবনমুগ্ধ দাঈরা মুজাহিদিনদের বিষাদাগার করে যত সেমিনার, লেকচার আর সাহিত্যকর্ম রচনা করে আর তাদের টু জি, ট্রি জি হাইব্রিড সমর্থকেরা যত কাটিং এজ শিক্ষিত ভাষাশৈলী গালিসমৃদ্ধ ব্যঙ্গকাব্য প্রচার করে তা ছিটেফোঁটাও কেন থাকেনা কুফফারদের বিরুদ্ধে যারা আলাহর দ্বীনের প্রকাশ্য শত্রু?

মালয়েশিয়ান প্ল্যান যেদিন হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা নাইজেরিয়ান মুজাহিদিনরা যেদিন কিছু মেয়েকে কিডন্যাপ করল সেদিন আমরা দেখেছি আমাদের পশ্চিমা শেইখ আর দাঈরা টুইটার, ফেসবুকে শোকের মাতম শুরু করে দিয়েছে। কত আবেগগন কাব্য আর শোকগাথা। অনেকে আবার “bring back our girls” ক্যাম্পেইনও চাইয়েছিলেন। কুফফাররা যেন এতটুকু রুশ্ট না হয়! অথচ এর দুইদিন পর সিরিয়াতেও বাশার বাহিনীর হাতে শহিদ হয়েছিল ২৪০ জন। এর কিছুদিন আগে রাসায়নিক হামলায় মারা গেছে কয়েক হাজার। ৫৫ হাজার বন্দিকে নির্যাতন করে হত্যার ছবি লিক হয়েছিল ইন্টারনেট। এদের জন্য কয়টা শোক বাণী হতে পারতো? কয়টা?

ইয়া মুসলিম ফর দ্যা শেক অব কুফফার! আপনাদের মুখের জবান আর কিবোর্ডে কেন আগুন ধরেনা যখন ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাকজুড়ে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে মরণব্যাদি ক্যান্সারের! যখন আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কতৃক আরোপিত sanction এর কারণে খাদ্য, পানি, ঔষধ ইরাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল ইরাকজুড়ে অন্তত ৫ লক্ষ মুসলিম শিশুর হারিয়ে যাওয়া। নাইজেরিয়ায় যখন কুফফার বাহিনী হত্যা, লুট, জুডিশিয়াল কিলিং, ধর্ষণ চলছে, যখন সেন্ট্রাল আফ্রিকায় গণহারে মুসলিমদের হত্যা করে লাশের সারি ফেলে রাখা হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে মুসলিমদের মাংস খেয়েছে, ধরে ধরে ধর্ষণ করেছে আমাদের বোনেদের তখন এই আবেগ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল নিন্দাবার্তা, কুফফারদের বিষাদাগার কিংবা উম্মাহ রক্ষার জন্য সেমিনার, লেকচার, টুইটার, ফেসবুকে জবানের তেলসমাতি? শুধু যখন এসব জুলুম বন্ধে চাপ সৃষ্টি করতে কিছু মেয়েকে আটক করা হল কুফফারদের আগেই আগুন ধরে গেল আপনাদের জবানে, কিবোর্ডে। চলল ত্রি জি কাটিং এজ গালি, “bring back our girls” ক্যাম্পেইন।

ইয়া মুসলিম ফর দ্যা শেক অফ মাসলাহা!! আপনাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলরুমের সন্ত্রাস দমনের দাওয়া কেন চলে না যখন আমেরিকা এবং তার দোসররা বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তান, ইয়েমেন, আফগানিস্তানে ড্রোন হামলায় হত্যা করে চলেছে আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের! আবু গারিব কারাগার থেকে বোন ফাতেমার আত্ননাদ কেন তোমাদের কাছে কোনদিন পৌঁছায় না? যেদিন আমাদের উম্মাহর জন্য অন্ত্রপ্রান এক বোন আফিয়া সিদ্দিকীকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হল, ধর্ষন করা হল, হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে দেওয়া হল ৮৬ বছরের জেল। ওয়াল্লাহি এই তো আমাদের বোন যে উম্মাহর নিপীড়িত উম্মাহর সাহায্যে এগিয়ে যেত। ছোট্ট সেই মেয়েটি যে কুরআনের কপি সংগ্রহ করে তা নিজ হাতে পৌঁছে দিত মুসলিম কারাবন্দীদের কাছে! ওয়াল্লাহি এই তো আমাদের বোন! তার সাথে কেমন আচরণ করেছিলে তোমরা? আমাদের এই বোনটিকে বিনা অপরাধে ৮৬ বছরের জেল দিল, সেদিন কেউ তার পক্ষে দুইটা কথা বলেনি, তার জন্য “bring back afia” লিখে কেউ কুফফারদের রাস্তায় দাড়ায়নি! ইমাম আওলাকির নিষ্পাপ ১৪ বছরের ছেলেকে ড্রোন দিয়ে হত্যা করা হল, তার পরিবার বিচারের জন্য ছুটে বেড়াল। একটা কুফফারের পা চাটা গোলাম সেদিন তাদের পক্ষে দুইটা কথা বলেনি! আমাদের বোন জাবির আল জানাবিককে আমেরিকান সৈন্যরা গনধর্ষণ করল, তার লাশটি পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে দিল। তার জন্য ফেসবুকে কয়টা স্ট্যাটাস হয়েছিল? কয়টা সেমিনার হয়েছিল? আমেরিকান সন্ত্রাসীদের জন্য কয়টা লেকচার ইউটিউবে শোভা পেয়েছিল? আজ তোমরা আমাদের ইসলামের শান্তি বোঝাচ্ছ, আমাদের মানবাধিকার শিখাচ্ছে??

ওয়াল্লাহি উম্মাহর এই চরম দুর্দিনে একমাত্র আল্লাহভীরু কিছু মুজাহিদিন ছাড়া কেউ এগিয়ে আসেনি। ওয়াল্লাহি মুজাহিদিনদের বুলেট ছাড়া অন্য কোন কিছুই উম্মাহর এই নির্যাতিত মানুষগুলোর কাজে আসেনি। আর আজকে সেসব মুজাহিদিনদেরই ঘৃণা করা হয়। আর আমাদের দাঈরা শেখান কেন এবং কিভাবে তাদের ঘৃণা করতে হবে।

**শেষকথা:** আজকে মুসলিম উম্মাহ যখন সেকুলারদের সাথে রক্তাক্ত যুদ্ধে আক্রান্ত, আপনার জন্য এটা জরুরি যে আপনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে নিবেন যে নিজের অজান্তে আপনি মুনাফিকদের একজনে পরিণত হননি, যাদের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “ওরা হলো যে সব লোক, যারা ঘরে বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, তাহলে তোমাদের উপর থেকে মৃত্যুকে ঠেকাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক” (সূরা আল ইমরানঃ ১৮৬)।

মনে রাখবেন, নিফাক তার কদর্য রূপ নিয়ে তখনই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যখন মুসলিমরা কোণঠাসা থাকে এবং শত্রুরা চারিপাশ থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। কাজেই সেই সব মুনাফিকদের মত হবেন না যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “... তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হয়েছে বহু লোক, অতএব তাদের ভয় করো (এবং ঘরে ফিরে যাও)...”, বরং সেইসব মু’মিনদের মত হন যাদের একথা শুনে “...ঈমান বেড়ে গেল, আর তারা বললোঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনি অতি উত্তম রক্ষাকারী...” (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৭৩)

বনী ইসরাঈলের মত দুর্বলচিত্তের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা ফির’আউন ও তার সেনাবাহিনীকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠেছিল, “...আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম”, বরং হযরত মুসা (আঃ) এর মত, যিনি বলেছিলেন, “কখনই না! নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন এবং আমাকে পথ দেখাবেন” (আশ-শু’আরাঃ ৬২)।

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলা তার বান্দাদেরকে এমনই কিছু সুক্ষ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চালিত করেন যাতে করে তিনি “পৃথক করতে পারেন অপবিত্র ও না-পাককে, পবিত্র ও পাক থেকে” (আল-আনফালঃ ৩৭)

এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি জেনে নেন “কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী” (সূরা আনকাবূতঃ ৩)

মুনাফিকরা অন্ধ, তাই তারা দুনিয়াবী শক্তি ও ক্ষমতাকে ওপারে কী আছে (গায়েবী সাহায্য) তা অনুধাবন করতে অসমর্থ, তাই তারা যুদ্ধে নামার আগেই হাল ছেড়ে দেয়। হতে পারে মু'মিনদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র নেই, কিন্তু তাদের আছে বুক ভরা আশা এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা, "...আমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে" (সূরা আশ্বিয়াঃ ১০৫)।

মু'মিনরা যা বিশ্বাস করে, এবং মুনাফিকরা যা বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, তার মাঝে আকাশ-পাতাল ফারাক, বস্তুত, উভয়ের বিশ্বাসের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। মুনাফিকরা কখনই তাওয়াঙ্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা বলতে কী বোঝায় তা বোঝে না, তারা বোঝে না আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কী জিনিষ। আর এ কারণে তারা এটাও বুঝে না কেন একটি ছেলে তার ঈমানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে কী করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বেছে নেয় এবং সকল বিশ্বাসীদেরকে নিয়ে একযোগে আগুনের গর্তে ঝাঁপ দিয়ে শহীদ হয়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় ইবরাহীম (আঃ) জেনেবুঝে এমন কিছু কেন করে বসবেন যার জন্য তাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় (এটি হল ঈমান, যার বাস্তবতা তাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে) ইবরাহীম (আঃ) কিংবা মূসা (আঃ) দের হৃদয় এবং মুনাফিকদের হৃদয়, দুটো দুই মেরুর বাসিন্দা। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে তাদের মত করে দিন এবং নিফাক থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

সেসব মুসলিমদের জন্যই এই লেখা যারা পশ্চিমা দাঈদের দাওয়া আর কুফফারদের জীবনমুগ্ধ হয়ে আপন মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যারা জিহাদ আর আল্লাহর রাহে লড়াইরত মুজাহিদিনদের পরিত্যাগ করাকেই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝেছে। যারা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে কুফফারদের দলে, মুনাফিকদের দলে। যাই হোক, শেষ করব সিরিয়ান দুইজন মুজাহিদিনের কথা দিয়ে,

"আমি যখন বসে বসে আমাদের উম্মতের ওই লোকদের কথা চিন্তা করি, যারা আমাদের ঘৃণা করেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে দূয়া করেন তখন আমার চোখে পানি এসে যায়। আমাদের ঘৃণা করা হয় যদিও আমরা যত জন এবং যত কিছুকে ভালবাসতাম সব ছেড়ে এসেছি আল্লাহর খুশি হাসিল করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে সর্বোচ্চ করে যেইখানে তা একদিন ছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু এই কথা চিন্তা করে মনে সান্তনা পাই যে, ইসলামিক ইতিহাসে যারাই হক পথে ছিল তাদের সবাইকেই ঘৃণা করা হয়েছিল"।

**"We say to the whole Ummah of Islam - We Love you.**

**We say to you, Wallahi, We Love You & Today We are on the border of Jerusalem."**

